পাসপোর্ট অফিসার্স সম্মেলন ২০১৫ নয়াদিল্লি

১. পাসপোর্ট সেবা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৩-২৬ জুন ২০১৫ জওহরলাল নেহুরূ ভবনে চারদিনব্যাপী পাসপোর্ট অফিসার্স সম্মেলন আয়োজিত হয়। সাইত্রিশ জন পাসপোর্ট অফিসার সম্মেলনে যোগ দেন।

২. পররাষ্ট্রমন্ত্রক ২৪ জুন পাসপোর্ট সেবা দিবস হিসাবে স্মরণ করেন,কারণ ঐদিনেই পাসপোর্ট আইন ১৯৬৭ রচিত হয়। এই আইন ভারতে পাসপোর্ট জারি করা এবং ভ্রমণ সংকরান্ত দলিল তৈরির করার বিষয়ে এক দৃঢ় আইনী কাঠামোর ভিত্তি তৈরি কবেছে।

৩. পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে পাসপোর্ট জারি কতৃপক্ষকে হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানান। যেহেতু তাঁরা গতবছরের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছেন এবং নিরন্তর পরিশ্রম ও আত্মৎসোর্গের মাধ্যমে যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিকরম করেছেন। তিনি বলেন, পাসপোর্ট অফিসের তৎপরতা,ইতিবাচক মনোভাব এবং পরিষেবার ঔৎকর্ষে লোকেরা প্রশংসার বিষয়ে সংযত হন। বিগত একবছরে মন্ত্রালয় এককোটির উপর পাসপোর্ট জারি করা, বিভিন্ন পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রে(পিএসকে) সপ্তাহান্তে পাঁচশোর বেশি পাসপোর্ট মেলার আয়োজন করা এবং পাসপোর্ট পরিষেবাকে নাগরিকদের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের দুর প্রান্তে একশো পাসপোর্ট সেবা শিবির আয়োজন করেছে। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে চারটি এবং কর্ণাটকে একটি পিএসকে বাস্তবায়ণ করা হয়েছে। ফলে মোট পিএসকের সংখ্যা এখন দেশে দাঁড়িয়েছে ৮২। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একবারের চেষ্টায় পাসপোর্ট সেবা তিনটি আইএসও শংসাপত্র পেয়েছে।

৪. মন্ত্রী এমপাসপোর্ট পুলিশ ভেরিফিকেশানের নমুনা আরম্ভ করেন,যার ফলে পুলিশ ভিরিফিকেশানের ব্যবস্থায় এক বিপ্লব এনে দেবে। এটি একটি অ্যাপপ ব্যবস্থা।

৫. নাগরিকদের উৎকৃষ্ট পরিষেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মন্ত্রী উৎকৃষ্ট পরিষেবা প্রদানের সর্বশ্রেষ্ঠ পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্র এবং তাঁদের কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। দ্রুত পুলিশ ভেরিফিকেশান সম্পন্ন করার উদ্যোগের স্বীকৃতির জন্য তিনি গোয়া,হরিয়ানা ও দিল্লির পুলিশ বিভাগকেও সম্মানিত করেন। যেহেতু পাসপোর্ট জারি করার ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশান একটি গুরূত্বপূর্ণ উপাদান।

৬. রাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ডঃ ভিকে সিং (অবসরপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় পাসপোর্ট অফিসের কাজের এবং উত্তরপূর্বে পিএসকেগুলির বাস্তবায়ণের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সিপিও কর্মীরা নবউদ্যমে উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে আরো আনেক মাইলফলক অর্জন করবেন।

৭. পাসপোর্ট সেবা দিবসে পাসপোর্ট অফিসার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিদেশ সচিব ডঃ এস জয়শংকর।এই অনুষ্ঠানে বিদেশ সচিব গুরূত্ব আরোপ করেন যে,এই অনুষ্টান পালন এবং স্মরণ করার মধ্যে সংগঠনের সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি করে দেয়,এবং ত্রূটি গুলি সংশোধনের উপায় সন্ধানের মাধ্যম হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পাসপোর্ট আবেদনকারীদের অভিযোগগুলি প্রতিকার করার উপর ধ্যান দেওয়ার উপরই পাসপোর্ট অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৮. পাসপোর্ট সেবার শুভারম্ভের থেকে আজ পর্যন্ত ২.৮ কোটি পাসপোর্ট পরিষেবার কাজ করা হয়েছে।এই সম্মেলনে পাসপোর্ট বিতরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা,বিস্বাসযোগ্যতা, দ্রূততা,নিরাপত্তা ও স্বচছতার উপরই আলোচনা কেন্দ্রীভুত হয়। সিপিও কর্মীদের কর্ম-দক্ষতার ভারসাম্য বৃদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস অনুষ্টান কর্মসুচীতে অর্ন্তভুকতো করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের এক গুরূত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পাসপোর্ট কেন্দ্রগুলিকে দেখা হয়ে থাকে।

নয়াদিল্লি

২৭ জুন ২০১৫